বাতিক

অংশুমান কুমার সেনশর্মা লাহিড়ি | নামটা অদ্ভুত । কিন্তু তার চাইতেও অদ্ভুত অংশুমানের বাতিক। তিনি লোকেদের obituary লিখতে ভালবাসেন। তাঁদের মৃত্যুর আগেই।

সবুজ রঙের একটা মোটা ডায়েরি আছে অংশুমানের। তাতেই তিনি চেনা, আধ-চেনা, খুব কম চেনা - সবরকম লোকের অবিচুয়ারি অতি যত্নে লিখে রাখেন | কারুর সাথে পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হলে , অথবা তার ব্যাপারে মনোভাব বদলালে , অংশুমান নিয়ম করে সেই অবিচুয়ারিতেও বদল আনেন । এ এক অনন্ত প্রক্রিয়া । নিজের স্ত্রী অন্তরার অবিচুয়ারির চুয়াল্লিশ-তম সংস্করণ অংশুমান কদিন আগেই লিখেছেন।

ঠিক কবে থেকে এই লেখালেখির ব্যাপারটা শুরু হয়েছে বলা মুশকিল। এখন তাঁর চেনা পরিচিতরা প্রায় সকলেই এই উদ্ভট খেয়ালের কথা জানে। প্রথমে অবাক হলেও , এখন আর এ নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না ।

কিন্তু অংশুমান যেদিন তাঁর ৩ বছরের ছেলে পলটু-র আইস-ক্রিম খাওয়া দেখতে দেখতে ডায়েরিতে "মিষ্টি খাবার-এর প্রতি বরাবরই ঝোঁক ছিল" লিখে দিলেন , সেদিন আর অন্তরা বৌদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন না । তুমুল চিত্কার-চেঁচামেচি এবং কিছু কাপ-গেলাস ভাঙ্গার আওয়াজের পর (এই প্রসঙ্গে অন্তরার অবিচুয়ারি উল্লেখ্য : "রেগে গেলে অন্তরার মাথার ঠিক থাকত না, হাতের কাছে যা পেত তাই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলত") , দেখা গেল অন্তরা বৌদি এক হাতে ছেলে পলটু , আর অন্য হাতে একটা ঢাউশ লাল সুটকেস টানতে টানতে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন । সোজা দাদার বাড়ি । মাথা ঠাণ্ডা হতে প্রায় একমাস লেগেছিল ।

ওই একমাসে অংশুমান স্ত্রী-এর মান-ভঞ্জন করতে একবারও শ্যালকের বাড়ি যাননি। কারণ ওই মানুষটিকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না । " মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে নেই , তাই এইটুকুতেই শেষ করছি। "

এই ধরনের ঘটনা কিন্তু অংশুমানের জীবনে আদৌ ব্যতিক্রমী নয় । তাঁর এই উদ্ভট বাতিকের ঠেলায় অংশুমান প্রায়শই অনাবশ্যক জটিল পরিস্থিতিতে পড়েছেন।

© Gogol Ghoshal

অংশুমান নিজেও এক সময়ে বুঝতে পারেন যে তাঁর এই অভ্যেসটা খুব একটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই অবিচুয়ারি লেখা তদ্দিনে তাঁকে নেশার মত পেয়ে বসেছে । উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের যাতে ভুল বিশ্লেষণ না হয় অবিচুয়ারিতে , তার জন্য সাইকোলজির অনেক মোটা মোটা শক্ত শক্ত বই ও পড়ে ফেলেন তিনি । অবিচুয়ারি লেখাটাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন অংশুমান - এটা বলা অত্তুক্তি হবে না । অংশুমান কি করেন , কি খেতে ভালবাসেন , কোন ফুটবল টীম কে সাপোর্ট করেন , শাস্ত্রীয় গান শোনেন নাকি আধুনিক - এসব কোনো কথাই তাই আর প্রাসঙ্গিক নয় । বলা যেতে পারে এই অবিচুয়ারি লেখার অভ্যেস এখন অংশুমানের পরিচয় হয়ে দাড়িয়েছে । আজ অবধি বোধহয় পাঁচশোর ওপর অবিচুয়ারি লিখেছেন অংশুমান - কম কথা নয় ।

***** ***** *****

[এটাই অংশুমানের নিজের লেখা সর্বশেষ সংস্করণ। সবুজ ডায়েরির আর অন্য কোনো পাতায় বোধহয় এত কাটাকুটি আর রদবদল ঘটেনি ।

আসুন আমরা সবাই এখন অংশুমানের আত্মার শান্তি কামনা করে দু মিনিট নিরবতা পালন করি ।]

সমাপ্ত

© Gogol Ghoshal